ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

(ত্রিপুরা সরকারের সংখ্যালঘু কল্যান দপ্তরের অধীনস্ত একটি সংস্থা)
লেইক চৌমুহনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।
দূরভাষ: (০৩৮১)২৩২৬৫১২, email:- tmcdcl.tripura97@gmail.com,

আপনার সেবায় নিয়োজিত

ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু যথা মুসলিম, খ্রীষ্টান (অউপজাতি), বৌদ্ধ (অউপজাতি) শিখ, পার্সী, এবং জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক যুবতীদের বিভিন্ন প্রকল্পে স্বল্প সুদে ঋন দিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনে সাহায্য করে থাকে ।

এই নিগম ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার বাইরে ডাক্তারী, ইন্জিনীয়ারিং এবং কারিগরী বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় পাঠরত সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের নিম্নলিখিত হারে শিক্ষা ঋন দেওয়া হয়।

পাঠ্যক্রমের বিষয়	সর্বোচ্চ ঋণের পরিমান
বি. ই /বি. এস সি ইন আই.টি ইত্যাদি (৪ বছর)	৩,২০,০০০/-
বি. এস সি নারসিং (৪ বছর)	৩,০০,০০০/-
জি.এন.এম (৩ বছর ৬ মাস)	২,১০,০০০/-
এম.বি. এ (২ বছর), বি.এড	১,৫০,০০০/-
ডিপ্লোমা এবং পলিটেকনিক (৩ বছর)	১,৫০,০০০/-
এম.বি.বি.এস (দেশের মধ্যে) ৫ বছর	৫,০০,০০০/-
বি.ডি.এস (দেশের মধ্যে) ৪ বছর	৫,০০,০০০/-
এম.বি.বি.এস (দেশের বাইরে) ৫ বছর	৫,০০,০০০/-

শর্তাবলী

১) আবেদনকারীকে অবশ্যই ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু যথা মুসলিম, খ্রীষ্টান (অউপজাতি), বৌদ্ধ (অউপজাতি) শিখ, পার্সী, এবং জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে।

২) আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলে ৯৮,০০০/- টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১,২০,০০০/- টাকার মধ্যে হতে হবে।

৩) আবেদনকারীকে নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠিন থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় খরচের বাৎসরিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য নিগমে জমা দিতে হবে।সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে ।

৪) মঞ্জুর কৃত ঋণের টাকা বাৎসরিক কিস্তীতে (Installment) এ দেওয়া হবে। অকৃতকার্য হলে সেই বৎসরের জন্য পুনরায় কোনো প্রকার ঋণের কিস্তী দেওয়া হবে না। পরবর্তী পর্যায়ে কৃতকার্যের জন্য নির্ধারিত ঋণের বাকি কিস্তী দেওয়া হবে।

৫) সংশ্লিষ্ট কোর্স (যে ক্ষেত্রে ঋণ মন্জুর করা হবে) শেষ হওয়ার পর থেকেই ঋণের টাকা কিস্ততে ফেরত দিতে হবে।

৬) আবেদনকারী ব্যাংক বা কোন অর্থকরীসংস্থা থেকে ঋন গ্রহন করে থাকলে এবং সেই ঋন অপরিশোধিত থাকলে তার আবেদন বিবেচনার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা।

৭) ঋনগ্রহীতার ঋনগ্রহন সাপেক্ষে একজন স্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে উক্ত ঋনের জামিনদার হতে হবে।

৮) ইচ্ছুক শিক্ষার্থীগন উক্ত ঋনের দরখাস্ত সরাসরি কর্পোরেশন অফিসে জমা দিতে পারেন।

বিস্তারিত বিবরনের জন্য নিগমের প্রধান কার্যালয়, লেইক চৌমুহনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা অথবা বিভিন্ন ব্লকে কর্মরত ফিল্ড সুপারভাইজারদের সাথে যোগাযোগ করুন ।

নিবেদক
পরিচালন অধিকর্তা

ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

(ত্রিপুরা সরকারের সংখ্যালঘু কল্যান দপ্তরের অধীনস্ত একটি সংস্থা)
লেইক চৌমুহনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।
দূরভাষ: (০৩৮১)২৩২৬৫১২

আপনার সেবায় নিয়োজিত

ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু যথা মুসলিম, খ্রীষ্টান (অউপজাতি), বৌদ্ধ (অউপজাতি) শিখ এবং জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক যুবতীদের বিভিন্ন প্রকল্পে ঋন দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে।

নিম্নলিখিত প্রকল্পে ঋন দেওয়া হয়:-

(১) ক্ষুদ্র ব্যবসা, (২) মুদী দোকান, (৩) তৈরী পোষাকের ব্যবসা, (৪) কার্পেন্টারী, (৫) টেইলারিং, (৬) স্টেশনারী, ৭) মোবাইল রিপেয়ারিং, (৮) মৎস্য চাষ, (৯) ডেকোরেটার ব্যাবসা, (১০) জেরক্সের দোকান, (১১) অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, (১২) গাভী পালন, (১৩) পোলট্রি, (১৪) বাদ্য যন্ত্র ক্রয়, (১৫) ইন্টারনেট কাফে, (১৬) বিউটি পার্লার, (১৭) রেস্টুরেন্ট, (১৮) ফার্নিচার শপ, (১৯) টু ও থ্রি হুইলার রিপেয়ারিং, (২০)মালবাহী অটোরিক্সা, (২১) ক্ষুদ্র মালবাহী গাড়ী, (২২) যাত্রীবাহী অটোরিক্সা (আগরতলা পুর নিগম এলাকা ব্যাতীত) ইত্যাদি।

শর্তাবলী

১) আবেদন কারী অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং সঙ্গে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমান পত্র, আধাঁর কার্ড এবং ব্যাঙ্ক পাস বইয়ের প্রতিলিপি দিতে হবে।

২) ঋনগ্রহতাকে ৫০,০০০/- থেকে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। দরখাস্তে ব্যাবসার ধরন এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোর্সের নাম পরিষ্কার করে লিখতে হবে ।

৩) আবেদনকারীর বয়স ১৮ হইতে ৪৫ বৎসরের মধ্যে হতে হবে এবং আবেদন কারীকে ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। পারিবারিক রেশন কার্ডের প্রতিলিপি সঙ্গে জমা দিতে হবে।

৪) আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলে ৯৮,০০০/- টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১,২০,০০০/- টাকার মধ্যে হতে হবে।

৫) ঋনগ্রহীতার পক্ষে একজন সরকারী কর্মচারীকে উক্ত ঋনের জামিনদার হতে হবে। (জামিনদারের চাকুরীর মেয়াদ ১০ বছর থাকা আবশ্যক) ।

৬) পরিবহন ঋণের ক্ষেত্রে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর প্রতিলিপি সঙ্গে জমা দিতে হবে।

৭) দীর্ঘমেয়াদি ঋনের ক্ষেত্রে ঋন গ্রহীতাকে মোট প্রকল্পের ৫ শতাংশ নিজেকে বহন করতে হবে ।

৮) উক্ত বিষয়ে ঋণ গ্রহনে ইচ্ছুক ব্যাক্তিকে স্ব স্ব এলাকায় ব্লক অফিসে, নগর পঞ্চায়েত অফিস বা কর্পোরেশনের প্রধান কার্য্যালয়ে নির্দিষ্ট নমুনা অনুযায়ী সাদা কাগজে দরখাস্ত জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত ঋন নিগমের নিয়ম অনুযায়ী মন্জুর করা হবে এবং ঋনদান বিবেচনা কমিটির সিদ্বান্ত চূড়ান্ত বল গন্য হবে।

ঋন গ্রহন করুন স্বাবলম্বী হন এবং ঋনের টাকা সঠিক সময়ে ফেরৎ দিয়ে অন্যদের ঋন গ্রহন করতে সাহায্য করুন।

নিবেদক
পরিচালন অধিকর্তা

মাননীয় চেয়ারম্যান,
ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড,
লেইক চৌমুহনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা,

বিষয়:- ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড হইতে ঋণ পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি একজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম, খ্রীষ্টান (অউপজাতি), বৌদ্ধ (অউপজাতি) শিখ, পার্সী, এবং জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যাক্তি, আমি আপনার নিগম হইতে গাড়ীর জন্য/ ব্যবসা প্রকল্পে টাকা ঋণের জন্য আবেদন করিতেছি।

১) আবেদনকারীর নাম :
২) আবেদনকারীর পিতা/স্বামীর নাম :
৩) আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানা :
ক) গ্রাম :
খ) পো: অফিস :
গ) থানা :
ঘ) পৌরসভা/নগর পঞ্চায়েত/ব্লকের নাম :
ঙ) মহকুমার নাম :
চ) জেলার নাম :
ছ) পিন নং :
৪) মোবাইল নম্বর :
৫) বয়স (প্রমানপত্রের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে) :
৬) শিক্ষাগত যোগ্যতা (প্রমানপত্রের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে) :
৭) পারিবারিক বার্ষিক আয় (প্রমানপত্রের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে) :
৮) পরিবারে কেহ চাকুরীরত থাকলে তাহার বিস্তৃত বিবরন :
৯) ভারতীয় নাগরিক কিনা (প্রমানপত্রের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে) :
১০) আধার কার্ড নম্বর (আধার কার্ডের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে) :
১১) পারিবারিক রেশন কার্ড (প্রমানপত্রের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে)
১২) ভোটার পরিচয় পত্র (প্রমানপত্রের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে) :
১৩) ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর (লাইসেন্সের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে) :
১৪) ব্যাবসা করার ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পদের পরিমান :
১৫) কোন ব্যাংক বা কোন অর্থকরী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহন করা থাকলে তাহার বিস্তৃত বিবরন (ঋণ পরিশোধের প্রমানপত্রের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে) :
১৬) ঋণগ্রহন সাপেক্ষে একজন স্থায়ী সরকারী কর্মচারীর (গ্যারান্টারের) নাম, ঠিকানা এবং অফিসের ঠিকানাসহ বিস্তৃত বিবরন এবং সাদা কাগজে সম্মতিপত্র দিতে হবে :

আমি উপরিউক্ত বিবরন সত্য বলিয়া ঘোষনা করিতেছি।

(আবেদনকারীর সাক্ষর)